যুগান্তর

তারিখ 27 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরের ছত্রছায়ায় নিয়োগ বাণিজ্য

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের ছত্রছায়ায় চলছে নিয়োগ বাণিজ্য আর চরম অনিয়ম। এ বিষয়ে ভিসি'র নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস। প্রশাসনের এমন প্রবণতা, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের সম্পর্কেও অনেকটা দূরত্ব সৃষ্টি করে তুলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ক্যাম্পাসের দেয়ালে দেয়ালে লেগেছে প্রক্টরের দুর্নীতি ও অনিয়মের শ্বেতপত্রের পোস্টার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, দীর্ঘ ১ বছর ধরে এখানে ২২ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টাররোলে) কাজ করে যাচ্ছেন। গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডে সিদ্ধান্ত হয়, এদের নিয়োগ চূড়ান্ত করার। কিন্তু সেখানে ২৫ জনকে নিয়মিত করে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও এই অস্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র ১৩ জনকে নিয়মিত করা হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, বাকি ১২ জন বহিরাগত প্রার্থী নিয়মিত হয়েছে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। এ নিয়োগ বাণিজ্যটি চলছে প্রক্টর আর ভিসির নেতৃত্বে। চাকরিরত ১০ জন অস্থায়ী কর্মচারীর কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়েই ও কোনো চাহিদা বা মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি ছাড়াই গত ৪ সেপ্টেম্বর আরও ১৯ জনকে নতুন করে অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টাররোলে) নিয়োগ প্রদান করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রকাশ পাওয়ার পরই পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পুরো ক্যাম্পাস। ভয়ংকর এক অন্ধকারের কবলে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ভিসি'র নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

এদের পাহাড় সমান দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎও অনিশ্চয়তার কবলে পড়ছে। এদের উপদ্রব বন্ধ করাসহ মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামস্মরণে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ রক্ষায় জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন সচেতন মহল।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন দেখা গেছে, ক্যাম্পাসের এলাকাজুড়ে প্রক্টরের দুর্নীতি ও অনিয়মের শ্বেতপত্র আকারের পোস্টার। বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্রে আঁকা আর নানা নমুনার সংমিশ্রণে রঙ-বেরঙের পোস্টার। যা শ্বেতপত্র নামে স্বীকৃত করা হয়েছে। তবে এ পোস্টার লাগানোর ব্যাপারে কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. খালেকুল ইসলাম এ দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা অস্বীকার করে বলেন, মিথ্যা ও ভিত্তিহীনভাবে আমার বিরুদ্ধে এ প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

তিনি এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদন্ত করার অনুরোধ করেছেন বলে তিনি জানান। পোস্টারিং করার ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এ অপপ্রচার চালাচ্ছে।